যুগান্তর

তারিখ 29 JUL 2009
পৃষ্ঠা ৩ ... ৬

সারাদেশে তিন হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে

সব-সমস্যা সরাসরি জানাতে ডিসিদের প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশ

যুগান্তর রিপোর্ট

সারাদেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের লাগাম টেনে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ডিসিদের। মঙ্গলবার ঢাকায় শুরু হওয়া তিন দিনব্যাপী ডিসি সম্মেলনের প্রথম দিনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ নির্দেশনা দিয়ে বলেন, সরকারের ভিশন-২০২১ কর্মসূচি হল শতভাগ শিক্ষার্থীকে স্কুলে হাজির, প্রাথমিকে শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধ, দেশ থেকে নিরক্ষরতা চিরতরে নির্মূল এবং জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করা। শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নানাবিধ সমস্যা বিরাজমান রয়েছে, তার অনেকগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তিনি সরাসরি তার নজরে আনার জন্য ডিসিদের প্রতি আহ্বান জানান। শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেন, এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে পার্বত্য এলাকায় ১০টি আবাসিক প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ সারাদেশে ১ হাজার ৫১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আরও দেড় সহস্রাধিক নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হবে। সব মিলিয়ে সারাদেশে তিন হাজার অধিক বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হবে। সারাদেশের বিদ্যালয়ে ৪০ হাজার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণসহ ১৪ হাজার ৮৭৯টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হবে, আধুনিকায়ন করা হবে সম্প্রসারিত শিক্ষার। শিক্ষা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৩

শিক্ষা : প্রতিষ্ঠান

(৩য় পৃষ্ঠার পর) এছাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও চালুকরণের শর্ত শিথিল করা হয়েছে যাতে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন উৎসাহিত হয়। তিনি বলেন, এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার ডিসিদের ওপর সার্বিকভাবে নির্ভর করতে চায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের বাইরে ইউএনওসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের পরিদর্শনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যও তিনি ডিসিদের নির্দেশ দেন।

প্রসঙ্গত, সম্মেলনকে সামনে রেখে ইতিপূর্বেই ডিসিরা পৃথকভাবে মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ জমা দিয়েছেন। রাঙামাটি সমস্যা ও ২৬ দফা সুপারিশের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আপনাদের সুপারিশ আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

এ ব্যাপারে কুমিল্লার ডিসি আবদুল মালেক মোবাইল ফোনে এ প্রতিবেদককে জানান, তারা মূলত জেলার জনগণের শিক্ষায় বাস্তব সমস্যাকে সামনে রেখে সুপারিশ করেছেন।

সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনের মধ্যে 'শিক্ষা অধিবেশন' নামের পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় সন্ধ্যায়। এতে মন্ত্রী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৬ পৃষ্ঠার দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এতে তিনি মোট ১৩ দফা নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি সরকারের গৃহীত ১২টি সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ ডিসিদের অবহিত করেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন নির্ধারণ করে দেয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী যে ১৩ দফা নির্দেশনা দিয়েছেন এর মধ্যে রয়েছে— সব পাবলিক পরীক্ষা শতভাগ নকলমুক্ত ও সুষ্ঠু আয়োজন, জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের গুণগত মান নিশ্চিত বা অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ, প্রাথমিকে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও চালুকরণে বিত্তবানদের উৎসাহিত করা, শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের গুণগত মান নিশ্চিত, নতুন দেড় হাজার বিদ্যালয় নির্মাণে স্থান নির্ধারণসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা, পার্বত্য অঞ্চলে ১০টি আবাসিক প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ সফল করা, চর, হাওর, চা-বাগান ও দুর্গম এলাকায় শিশুবান্ধব শিখনকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া, বিনামূল্যের বই প্রকাশ, সংরক্ষণ, বিতরণসহ সার্বিক কাজ তত্ত্বাবধান, উপবৃত্তি কার্যক্রমের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে পালনের ব্যবস্থা, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সফল, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিয়মিত পরিদর্শন ও পরামর্শ-সহযোগিতা প্রদান এবং নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণ করে বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।

ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সমস্যার পর্যায়ক্রমে সমাধান

ভূমিমন্ত্রী মোঃ রেজাউল করিম হীরা জাতীয় স্বার্থে ভূমি মন্ত্রণালয় যেসব কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব বাধা আসবে তা দূর করে কাজ করার জন্য জেলা প্রশাসকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যকর ও সুষম করার জন্য তাদের পরামর্শ নিয়েছেন। বলেছেন, ভূমি ব্যবস্থাপনায় যেসব সমস্যা রয়েছে তা পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হবে। মঙ্গলবার বিকালে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসকদের সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ আবদুল আজিজ এনডিসির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভূমি মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত বিষয়ে সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার।

সম্মেলন শেষে ভূমিমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, জেলা প্রশাসকরা তাদের বক্তব্যে বালু মহালের সমস্যা, চা নীতিমালা, রাজস্ব আদায়, সেটেলমেন্ট সমস্যাসহ বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেছেন।

অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রসঙ্গে রেজাউল করিম হীরা বলেন, ইতিমধ্যেই অর্পিত সম্পত্তি আইনের সংশোধিত খসড়া তৈরি হয়েছে। শিগগির এটি মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। ডিসেম্বরের মধ্যেই এ আইন প্রণয়ন করা হবে।

মন্ত্রী বলেন, অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের ব্যাপারে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দখলদাররা কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। তিনি বলেন, দখলদারদের আইনের আওতায় আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদে নিয়োগ নিয়ে অনিয়ম হচ্ছে— এমন প্রশ্নের জবাবে ভূমিমন্ত্রী বলেন, এসি ল্যান্ড নিয়ে কোন অনিয়ম হচ্ছে না। আমি যখন দায়িত্ব নেই তখনই ৩১২টি পদ শূন্য পেয়েছি। তারপর আরও কিছু শূন্য হয়েছে। তিনি বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব এসিল্যান্ডদের পদায়ন করা হবে, রাজনৈতিক কারণে কারও পদায়ন আটকাবে না। তিনি বলেন, এ নিয়ে যা প্রচার করা হচ্ছে, পত্রপত্রিকায় লেখা হচ্ছে তার সবই মিথ্যা, ভিত্তিহীন, অপপ্রচার। আমাকে হেয় করার জন্যই এসব করা হচ্ছে।